



103040 - যবে শাসক আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করে না তাকে কনির্বাচতি করা যাবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

মুসলমি রাষ্ট্রেরে জন্য এমন কোন শাসককে নির্বাচতি করা কি জায়বে হববে যবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করে না? উল্লেখ্য, তাকে যদি নির্বাচতি করা না হয় তাহলে সে নানাভাবে কণেঠাসা করে রাখবে; এমন কি গ্রফেতারও করতে পারে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ঈমানদাররো সুদৃঢ়ভাবে বশ্বিাস করে, আল্লাহর আইনেরে চয়ে উত্তম কোন আইন নহে। আল্লাহর আইন বরিশোধী সকল বধিান জাহলৌ বধিান। আল্লাহ তাআলা বলনে: “তারা কি তববে জাহলিয়্যাতরে বধিান চায়? আর নশ্চিতি বশ্বিাসী কওমরে জন্য বধিান প্রদানে আল্লাহর চয়ে কে অধিকি উত্তম?”[সূরা মায়দো, ০৫:৫০] আল্লাহর উপর ঈমান ও রাসূলদরে প্রতি যা নাযলি করা হয়ছে সেগেলোর প্রতি ঈমান আনার পর আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন গ্রহণ করার প্রবণতাকে আল্লাহ তাআলা ‘বস্মিয়কর’ ঘোষণা করছেন। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়ছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়ছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনছে। তারা তাগুতরে কাছে বচির নিয়ে যতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দিশে দয়ো হয়ছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোরে বভিরান্ততিে বভিরান্ত করতে।”[সূরা নসিা ০৪:৬০]

শানকতি (রহঃ) বলনে: “আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করছেন যে, যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইনে শাসন করে আল্লাহ তাদের ঈমানরে দাবীর প্রতি বস্মিয় প্রকাশ করছেন। কারণ তাগুতরে কাছে বচির ফয়সালা চাওয়ার পরেও ঈমানরে দাবী- মথিয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এমন মথিয়া সত্যহি বস্মিয়কর।” সমাপ্ত

আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তার শপথ করে বলছেন: কোন ব্যক্তি জীবনেরে প্রতিটি ক্ষতেরে রাসূলকে ফয়সালাকারী হিসেবে না মানা পর্যন্ত ঈমানদার হববে না। রাসূল যবে ফয়সালা দিয়েছেন সেটাই হক্ব; প্রকাশ্যে ও গোপনে সেটাকে মনে নতিে হববে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “অতএব তোমার রবরে কসম, তারা মুমনি হববে না যতক্ষণ না তাদেরে মধ্যে সৃষ্ট বিবাদরে ব্যাপারে তোমাকে বচিরক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যবে ফয়সালা দবে সে ব্যাপারে নিজদরে অন্তরে কোন দ্বধিা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিে মনে নেয়।” [সূরা নসিা, ০৪:৬৫]



আল্লাহ তাআলা বিবিদমান বিষয়ে ফয়সালার দায়িত্ব রাসূলরে উপর ছেড়ে দয়োগে অপরিহার্য করে দিয়েছেন এবং এটাকে ঈমানরে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন আইনরে শাসন গ্রহণ করা ঈমানরে পরিপন্থী। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলরে দিকে প্রত্যারণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষে দিনরে প্রতি ঈমান রাখ। এটুকল্যাণকর এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।”[সূরা নসিা, ০৪:৫৯]।

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: আয়াতে কারমিা “যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষে দিনরে প্রতি ঈমান রাখ” নরিদশে করছে যে, যে ব্যক্তি বিবিদমান বিষয়রে ফয়সালা কুরআন ও সুন্নাহ হতে গ্রহণ করে না এবং এ দুটির কাছে ফরি আসে না সে আল্লাহর প্রতি ও শেষে দিনরে প্রতি ঈমানদার নয়।

পূর্বকোক্ত আলোচনার পরিপ্রক্ষেতিে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বধিান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না তাকে নরিবাচতি করা হারাম। কারণ এই নরিবাচনরে মাধ্যমে এই হারামরে প্রতি সন্তুষ্টি ও এই হারাম কাজে সহযোগতি করা হলো।

কোন মুসলমানকে যদি ভোট দতিে যেতে বাধ্য করা হয় তাহলে সে যেতে পারনে গয়িে এই প্রার্থীর বপিক্ষে ভোট দতিে পারনে অথবা সম্ভব হলে তার ভোট নষ্ট করে দতিে পারনে। যদি এর কোনটাই তার পক্ষে করা সম্ভবপর না হয় এবং এই প্রার্থীর পক্ষে ভোট না দলিে সে নরিযাততি হওয়ার আশংকা করে তাহলে আমরা আশা করছি এমতাবস্থায় তার কোন গুনাহ হবে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বশ্বিাসে অটল থাকে সে ব্যতীত” [সূরা নাহল ১৬:১০৬] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মতকে ভুল, বস্মিতি ও জবরদস্তরি গুনাহ হতে নষিক্তি দয়োগে হয়েছে।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (২০৪৫), আলবানী সহীহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদসিটিকে সহীহ বলেছেন]

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জাননে।